হাদীসে কুদসী এবং গাউসে পাকের শান

৭ রবিউস সানি ১৪৪৮ হিজরির বয়ান

www.dawateislami.net

Contents

দরূদ শরীফের ফযীলত ২
বয়ান শোনার নিয়ত ৩
গাউসে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ৩
গাউসে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ হলেন বেলায়ত বণ্টনকারী ৪
ডাকাত থেকে রক্ষা পেলো ৫
আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো সাহায্য চাওয়া কেমন? ৭
আল্লাহর ওলীদের শান ৮
হাদীসে পাকের ৩টি বিষয়বস্তু এবং গাউসে পাকের জীবনী ৯
ওলীর সাথে শত্রুতা, আল্লাহর সাথে যুদ্ধ ১০
আল্লাহর প্রতি ভালবাসা প্রকাশের উপায় ১২
গাউসে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এবং অধিক ইবাদত ১৩
আউলিয়ায়ে কেরামের শান ও কারামত ১৫
গাউসে আযম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর কান মুবারকের কারামত ১৫
আউলিয়ায়ে কেরামের চোখের মহিমা ১৬
গাউসে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর চোখ মুবারকের কারামত ১৬
আউলিয়ায়ে কেরামের হাতের মহিমা ১৭
গাউসে পাকের হাত মুবারকের ২টি কারামত ১৮
আউলিয়ায়ে কেরামের কদমের শান ১৮
গাউসে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর কদম মুবারকের কারামত ১৯
আউলিয়ায়ে কেরামের দোয়ার মহিমা ২১
গাউসে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর দোয়ার মহিমা ২১
গাউসে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর খাঁটি মুরীদ কে? ২২

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। "ফতোওয়ায়ে শামী"তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ فِيْ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ لَمْ يَمُتْ حَتّٰى يَرٰى مَقْعَدَهٗ مِنَ الْجَنَّةِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার উপর দিনে এক

হাজার (১০০০) বার দরুদ শরীফ পাঠ করবে, সে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না, যতক্ষণ না জান্নাতে নিজের স্থান দেখে নেবে।

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৬, হাদীস: ২৫৯০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়ত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়ত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামেয়ে সগীর, পৃষ্ঠা: ৮১, হাদীস: ১২৮৪)** হে আশিকানে রাসূল, প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়ত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়ত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়ত করে নিন, যেমন; নিয়ত করুন, ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

اَلْحَمْدُ لِلّٰه শাহানশাহে বাগদাদ, হুযুরে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রসিদ্ধ ও বিখ্যাত বুযুর্গ ছিলেন ✯ তাঁর পবিত্র নাম; আব্দুল কাদের, উপনাম; আবু মুহাম্মদ ✯ মুহিউদ্দীন (অর্থাৎ দ্বীনের জীবনদাতা) এবং গাউসুস সাকলাইন (অর্থাৎ জ্বিন ও মানবের গাউস, সাহায্যকারী) হলো তাঁর প্রসিদ্ধ উপাধি ✯ হুযুর গাউসে পাক, শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

৪৭০ হিজরীতে বাগদাদের জিলান শহরে জন্মগ্রহণ করেন ✯ ৯১ বছর বয়সে এই পৃথিবীতে অবস্থান করেন ✯ ৫৬১ হিজরীতে তিনি পৃথিবী থেকে পর্দা করেন।

গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ হলেন বেলায়ত বণ্টনকারী

আল্লামা আব্দুল কাদের আরবালী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ লেখেন: যখন আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাদের মধ্যে কাউকে বেলায়তের মুকুট দান করতে চান তবে আদেশ করেন: "এই বান্দাকে আমার মাহবুব হযরত মুহাম্মদে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে পেশ করো"। অতএব, তাকে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে পেশ করা হয়। প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "একে আমার শাহযাদা আব্দুল কাদের জিলানী (رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ) এর কাছে নিয়ে যাও। যাতে সে তার যোগ্যতা পরখ করে"। অতএব, তাকে গাউসে পাকের দরবারে পেশ করা হয়। হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ঐ ব্যক্তির যোগ্যতা দেখে তার নাম মুহাম্মদী বালামে লিখে সিলমোহর লাগিয়ে দেন। তারপর সেই ব্যক্তিকে আবারো রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে পেশ করা হয়। ক্বাসিমে নেয়মত, মালিকে জান্নাত, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার বেলায়তের পক্ষে নির্দেশ জারি করেন। তারপর তাকে বেলায়তের মর্যাদা দান করা হয় এবং সে দৃশ্যমান ও অদৃশ্য জগতে মকবুল হয়ে যায়। **(তাফরীহুল খাতির, পৃষ্ঠা: ৪৮)**

سُبۡحٰنَ الله! ইনিই হলেন আমাদের গাউসে আযম, শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ! আল্লাহ পাক তাঁকে অনেক উঁচু শান দান করেছেন। আল্লাহ পাক আমাদেরকে হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর

দরবারের সত্যিকার গোলাম বানিয়ে দিক। আহ! আউলিয়ায়ে কেরামের গোলামিতে যদি আমাদের জীবন কেটে যেতো। এই গোলামিতেই যদি মৃত্যুবরণ করতাম। এই গোলামির সাথেই যদি কিয়ামতের দিন পুনরুত্থান হতো। আহ! আউলিয়ায়ে কেরামের সদকায় যদি আমাদের বিনা হিসেবে জান্নাতে যাওয়া নসীব হয়ে যেতো। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ডাকাত থেকে রক্ষা পেলো

শায়খ আবু আমর এবং শায়খ আব্দুল হক হারীমি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا বলেন: ৫৫৫ হিজরী সনের কথা, ৩রা সফর রবিবার। আমরা হুযুর গাউসে আযম শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মাদরাসায় উপস্থিত ছিলাম। তখন হুযুর গাউসে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খড়ম পরিহিত ছিলেন এবং ওযু করছিলেন। ওযু করার পর তিনি দুই রাকাত নফল নামায আদায় করলেন। নামায শেষ করে উচ্চস্বরে কিছু বললেন এবং একটি খড়ম শূন্যে ছুঁড়ে মারলেন। তারপর একইভাবে দ্বিতীয় খড়মও ছুঁড়ে মারলেন। খড়ম জোড়া আমাদের চোখের আড়াল হয়ে গেলো। তিনি আবারো স্বস্থানে বসে গেলেন। আমাদের কারোরই ঘটনা কি জানার সাহস হলো না।

২৩ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর গাউসে পাক, বড় পীর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মাদরাসায় একটি কাফেলা এলো। কাফেলার লোকেরা বললো: আমরা হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারে নযরানা পেশ করতে চাই। অতএব আমরা গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলাম। তিনি বললেন: কাফেলার লোকদের ভেতরে আসতে দাও এবং

তারা যা কিছু দেয় গ্রহণ করো। আমরা কাফেলার লোকদের ভেতরে আসতে দিলাম। তারা বহু মালামাল গাউসে পাকের দরবারে নযরানা হিসেবে পেশ করলো। এই মালামালের মধ্যে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খড়ম মুবারকও ছিলো। আমরা তা দেখে অবাক হলাম; কাফেলার লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম: এই খড়ম তোমরা কোথায় পেলে? কাফেলার লোকেরা জানালো: ৩রা সফরের কথা। আমাদের উপর ডাকাতরা আক্রমণ করলো। আমাদের বহু লোককে হত্যা করলো, মালামাল লুট করলো। ডাকাতরা আমাদের মালামাল এক পাশে নিয়ে গিয়ে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করছিলো। এমন সময় আমাদের মাথায় চিন্তা এলো যে, গাউসে পাক শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যদি আমাদের সাহায্য করেন, আমরা যদি এই বিপদ থেকে বেঁচে যাই, তবে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারে নযরানা পেশ করবো।

আমরা তখনো নিজেদের মধ্যে এ নিয়ে আলাপ করছিলাম। আচমকা জঙ্গল থেকে দু'টি তীব্র চিৎকার শুনতে পেলাম, যা পুরো জঙ্গলে গুঞ্জন করে উঠলো। ডাকাতরাও ভয় পেয়ে গেলো। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই ডাকাতদের একজন ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আমাদের কাছে এসে বললো: এসো, তোমাদের মালামাল নিয়ে যাও। আর দেখো আমাদের কী অবস্থা হয়েছে? আমরা দ্রুত ডাকাতদের কাছে পৌঁছলাম, তাদের দু'জন সর্দারই মরে পড়ে আছে। তাদের পাশে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুবারক খড়ম জোড়া রাখা ছিলো। ব্যস আমরা খড়মগুলো তুলে নিলাম, নিজেদের মালামাল নিলাম আর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারে নযরানা পেশ করতে হাজির হয়ে গেলাম। **(কালায়িদুল জাওয়াহির, পৃষ্ঠা: ৬৮)**

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো সাহায্য চাওয়া কেমন?

কারো মনে এমন কুমন্ত্রণা আসতে পারে যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো সাহায্য চাওয়া উচিৎ না। কেননা, যখন খোদ আল্লাহ পাক সাহায্য করতে সক্ষম তবে গাউসে পাক বা অন্য বুযুর্গের কাছে সাহায্য কেন চাইবে? এর উত্তর হলো; এটা শয়তানের খুবই ভয়ঙ্কর আক্রমণ আর জানিনা এভাবে শয়তান কত মানুষকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে। অথচ, আল্লাহ পাক অন্য কারো সাহায্য চাইতে নিষেধ করেননি বরং পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ পাক অন্যদের সাহায্য চাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। যাইহোক গাউসে পাক বা অন্য বুযুর্গের সাহায্য কোনোভাবেই গায়রুল্লাহর সাহায্য নয়। এ সাহায্য মূলত আল্লাহরই সাহায্য। গাউসে পাক যে সাহায্য করেন তা নিজের ক্ষমতাবলে নয় বরং আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে করেন। দেখুন, বদরের যুদ্ধে আল্লাহ পাক সাহায্যের জন্য ফেরেশতাদের পাঠিয়েছিলেন। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

اِذْ یُوْحِیْ رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰٓىٕكَةِ اَنِّیْ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا ؕ

(পারা ৯, সূরা আনফাল, আয়াত ১২)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: যখন হে মাহবূব, আপনার রব ফেরেশতাদের কাছে ওহী প্রেরণ করতেন, 'আমি তোমাদের সাথে আছি। তোমরা মুসলমানদেরকে অবিচলিত রাখো।

এখানে দেখুন, ফেরেশতারা তো গায়রুল্লাহ। আল্লাহ পাক স্বয়ং ফেরেশতাদের আদেশ দিচ্ছেন: হে ফেরেশতারা, ঈমানদারদের অবিচলিত রাখো, আমি তোমাদের সাথে আছি।

একটু ভেবে দেখুন, আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের পাঠিয়েছেন। আল্লাহ পাক চাইলে ফেরেশতা ছাড়াও সাহায্য করতে পারতেন। আল্লাহ

পাক চাইলে রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শত্রুরা নিজের ঘরেই অন্ধ হয়ে যেতো, বদরের ময়দানে আসতেই পারতো না। কিন্তু আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের পাঠালেন কেন? এই জন্য যে, তিনি হলেন আল্লাহ, তিনিই রব, তিনিই ক্ষমতাবান, তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন, তাঁর কাছে প্রশ্ন তোলার সাহস কারোরই নেই ।

আল্লাহর ওলীদের শান

বুখারী শরীফে একটি হাদীসে কুদসী আছে। হাদীসে কুদসী ঐ হাদীস শরীফকে বলা হয়, যেখানে আল্লাহর বাণী প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জবানিতে বর্ণিত হয়েছে। অন্যভাবে বললে; সাধারণ হাদীসে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী থাকে আর সাহাবায়ে কেরাম হলেন বর্ণনাকারী (অর্থাৎ শুনে পরবর্তীতে অন্যের কাছে বর্ণনা করেন)। হাদীসে কুদসীতে বাণী হলো আল্লাহর আর রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হলেন বর্ণনাকারী । আসুন, বুখারী শরীফের সেই হাদীসে কুদসী শুনি;

হযরত আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর প্রিয় নবী, মাক্কী-মাদানী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার কোনো ওলীর সাথে শত্রুতা পোষণ করে, আমি তার সাথে যুদ্ধের ঘোষণা করি। বান্দা যে সকল উপায়ে আমার নৈকট্য অর্জন করে, তার মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় হলো ফরয (যেমন; নামায, রোযা, হজ, যাকাত ইত্যাদি)। আর আমার বান্দা নফলের মাধ্যমে আমার নৈকট্য অর্জন করতে করতে এমন অবস্থায় পৌঁছে যায় যে, আমি তাকে ভালবাসতে শুরু করি। তারপর যখন আমি তাকে ভালবাসি তখন তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শোনে। আমি তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে

দেখে। আমি তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে। তার পা হয়ে যাই, যা দিয়ে সে হাঁটে। যদি সে আমার কাছে প্রার্থনা করে, আমি তাকে দান করি। যদি সে আমার কাছে আশ্রয় চায় আমি তাকে আশ্রয় দিই।

(বুখারী, কিতাবুর রিক্বাক্ব, পৃষ্ঠা: ১৫৯৭, হাদীস: ৬৫০২)

প্রসিদ্ধ মুফাসসীরে কুরআন, হাকীমুল উম্মত, মুফতী আহমদ ইয়ার খান নাঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন: (এর দ্বরা উদ্দেশ্য হলো যে, যখন বান্দা আল্লাহ পাকের নৈকট্য অর্জন করে, তাঁর প্রিয় হয়ে যায়; তখন) এই বান্দা ফানাফিল্লাহ হয়ে যায়। যার ফলে খোদায়ী (অর্থাৎ আল্লাহ পাক প্রদত্ত বিশেষ) ক্ষমতা তার অঙ্গে কার্যকর হয় আর সে এমন কাজ করে, যা যুক্তির উর্ধ্বে। **(মিরআতুল মানাজীহ, ৩/৩০৯)**

হাদীসে পাকের ৩টি বিষয়বস্তু এবং গাউসে পাকের জীবনী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই হাদীসে কুদসীতে ৩টি বিষয় আলোচিত হয়েছে: (১) আল্লাহ পাকের দরবারে আউলিয়ায়ে কেরামের মর্যাদা ও সম্মান কেমন? (২) ওলী শব্দের অর্থ হলো; বন্ধু, আল্লাহর প্রিয় ও পছন্দনীয় বান্দা। এর দু'টি ধরন রয়েছে। একটি ধরন হলো: আল্লাহ পাক খোদ নিজে কাউকে ওলী, বন্ধু, প্রিয়জন হিসেবে গ্রহণ করা। এক্ষেত্রে এ ধরনটি হলো ওয়াহবী, কাসবী নয়। অর্থাৎ বান্দা নিজের পরিশ্রম, নিজের প্রচেষ্টায় আল্লাহর মাহবূব বা আল্লাহর ওলী হতে পারে না, আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা বেলায়তের মুকুট দান করেন। দ্বিতীয় ধরনটি হলো; বান্দা নিজে আল্লাহ পাকের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করা, এটা হলো কাসবী। বান্দা নিজের প্রচেষ্টা, পরিশ্রম, আমলের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করতে পারে। বান্দা কীভাবে আল্লাহ প্রতি ভালাবাসা প্রকাশ করতে পারে?

আল্লাহ পাকের নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা কীভাবে করবে? এর উপায়ও এই হাদীসে কুদসীতে বলা হয়েছে। (৩) বান্দা যদি আল্লাহর প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করে আর আল্লাহ যদি তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে বান্দার ভালবাসা প্রকাশকে কবুল করেন ঐ বান্দাকে নিজের মাহবূব, নিজের বন্ধু এবং নিজের ওলী হিসেবে গ্রহণ করেন; তবে তখন ঐ বান্দার শান কেমন হবে? এই বিষয়টিও হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত হয়েছে।

আসুন, হাদীসে কুদসীর এই তিনটি বিষয়কে সামনে রেখে হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পবিত্র জীবনীর দিকে দৃষ্টিপাত করি;

ওলীর সাথে শত্রুতা, আল্লাহর সাথে যুদ্ধ

আল্লাহ পাক হাদীসে কুদসীতে ইরশাদ করেন: مَنْ عَادَى لِيْ وَلِيًّا آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ যে আমার কোনো ওলীর প্রতি শত্রুতা পোষণ করে, আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করি।

আল্লাহ পাকের দরবারে আউলিয়ায়ে কেরামের মর্যাদা, মর্তবা সম্মান হলো এমনই। যে বান্দার অন্তরে আউলিয়ায়ে কেরামের জন্য বিন্দু পরিমাণও শত্রুতা থাকবে, সে বান্দা কখনোই আল্লাহ পাকের প্রিয় বান্দা হতে পারবে না। কারো অন্তরে যদি আউলিয়ায়ে কেরামের শত্রুতা থাকে, আবার শত্রুতা পোষণ করে সে আল্লাহকেও রাজি করে ফেলবে, এমনটা কখনোই সম্ভব নয় । কারণ কী? এর কারণ হলো; যে অন্তরে আউলিয়ায়ে কেরামের জন্য শত্রুতা রয়েছে, আল্লাহ পাক তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখানে একটি বিষয় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে, মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বিতা যদি মানুষের সাথে হয়, তবুও জেতার সম্ভাবনা থাকে। আর যদি মানুষ তার সৃষ্টিকর্তা, তার রব, তার রিযিকদাতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে, সেখানে জেতার প্রশ্নই আসে না। এক্ষেত্রে পরাজয়, অপমান, গ্লানি এবং দুনিয়া ও আখিরাতের ধ্বংস সুনিশ্চিত। নমরুদ আল্লাহ পাকের সাথে যুদ্ধ করতে চেয়েছিলো। ঐ দূর্ভাগা হাজারো সৈন্য জমায়েত করলো, অস্ত্র ধরলো, তীর, তলোয়ার যা কিছু নিয়ে প্রস্তুতি নেওয়া যায়, তা দিয়ে প্রস্তুতি নিলো, যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হলো।

ঐ দূর্ভাগা আল্লাহ পাকের সাথে কী যুদ্ধ করবে? আল্লাহ পাক তাঁর সৃষ্টি থেকে ক্ষুদ্র একটি সৃষ্টি মশা পাঠালেন। চারদিক থেকে এতো মশা এসে ছেয়ে গেলো যে সূর্য ঢেকে গেলো। দিনের বেলাতেই অন্ধকার ছেয়ে গেলো। এই মশাগুলো নমরুদের সৈন্য দলকে কামড়ানো শুরু করলো আর পুরো সৈন্য দলের চামড়া, মাংস সব খেয়ে ফেললো। কেবল পুরো সৈন্য দলের হাঁড়, কঙ্কাল পড়ে রইলো। সবশেষে একটি মশা গিয়ে নমরুদের মাথায় ঢুকে পড়লো। কিতাবে উল্লেখ আছে; ৪০০ বছর ধরে সেই মশা নমরুদকে কামড়াতে থাকলো এবং তার কারণে নমরুদের মাথায় জুতা দিয়ে আঘাত করতে হতো।

(তাফসীরে ইবনে কাসীর, পারা: ৩, সূরা: বাকারা, ২৫৮ নং আয়াতের পাদটিকা, ১/৬৯৪)

আল্লাহর সাথে যুদ্ধের পরিণাম এমনই হয়। সুতরাং, সকলেই মনোযোগ দিয়ে দেখুন আউলিয়ায়ে কেরামের সাথে শত্রুতার পরিণতি কী হয়। যারা তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ অন্তরে লালন করতে চান তারা আগেভাগেই ভেবে নিন। এ কোনো ছোটোখাটো অপরাধ নয়। আউলিয়ায়ে কেরামের

প্রতি শত্রুতা পোষণ করা হলো মূলত আল্লাহর সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করা। আর যে আল্লাহ পাকের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করে, তার দুনিয়া ও আখিরাত দুটোই ধ্বংস হয়ে যায়।

আল্লাহর প্রতি ভালবাসা প্রকাশের উপায়

আল্লাহ পাক হাদীসে কুদসীতে ইরশাদ করেন: وَمَا تَقَرَّبَ اِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ اَحَبَّ اِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ اِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ বান্দা যে সকল উপায়ে আমার নৈকট্য অর্জন করে, তার মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় হলো ফরয। আর আমার বান্দা নফলের মাধ্যমে আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে। এই হলো আল্লাহর সাথে ভালবাসা প্রকাশের উপায় এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করার সঠিক পন্থা। বান্দা ফরযগুলো আদায় করবে। পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে আদায় করবে। রমযানুল মুবারকের রোযা পুরোপুরি রাখবে। হজ ফরয হলে হজ আদায় করবে। যাকাত ফরয হলে যাকাত পরিপূর্ণভাবে আদায় করবে। পিতামাতার আদব করবে। প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করবে। কাউকেই অন্যায়ভাবে কষ্ট দেবে না। প্রতিটি বিষয়ে যা পালন করা ফরয তা আদায় করবে। এর পাশাপাশি নফলও আদায় করবে। পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে. পাশাপাশি তাহাজ্জুদও পড়বে। তার সাথে ইশরাক, চাশত এবং আওয়াবীনের নফল নামাযও পড়বে। ফরয রোযা রাখবে। পাশাপাশি নফল রোযাও রাখবে। যাকাত আদায় করবে, তার সাথে নফল সদকা, দান-খয়রাতও করবে। পিতামাতার আদব করবে। সাথে সাথে তাদের সাথে আরো বেশি সদাচরণ করবে। এভাবে সকল বিষয়ের ফরয পূরণ করবে, এর পাশাপাশি নফল নেকীও অর্জন করবে। এতে কী উপকার হবে? আল্লাহ পাকের নৈকট্য

অর্জিত হবে। এতে প্রমাণিত হবে যে, এই বান্দা আসলেই আল্লাহ পাককে ভালবাসে। যদি বান্দা নিয়মিত একনিষ্ঠতা সহকারে সকল ফরয আদায় করে, পাশাপাশি নফল নেক আমলও করতে থাকে, তবে আল্লাহ পাকের রহমত, দয়া ও অনুগ্রহ নসীব হয়ে গেলে اِنْ شَآءَ الله সে আল্লাহ পাকের নৈকট্য অর্জন করবে। আর আল্লাহ পাক চাইলে তাকে বেলায়তের মুকুটও দান করবেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জন্মগত ওলী। তিনি আল্লাহ পাকের ওলী, বন্ধু ও প্রিয় বান্দা হয়েই দুনিয়াতে আগমন করেন। তারপর সারা জীবন ইবাদত ও রিয়াযতে অতিবাহিত করেন। তিনি নিয়মিতভাবে ফরয আদায় করতেন। এর পাশাপাশি সুন্নাতের উপরও আমল করতেন। নফল ইবাদতও অধিকহারে করতেন, এমনকি মুস্তাহাবও (অর্থাৎ শরীয়তের পছন্দনীয় কাজ) নিয়মিতভাবে পালন করতেন।

গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এবং অধিক ইবাদত

বাহজাতুল আসরার শরীফে রয়েছে- হুযুর গাউসে পাক, বড়পীর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ✯ আমি কারখের জঙ্গলে বহু বছর অবস্থান করেছি ✯ লতা-পাতা, ফল-মূল ইত্যাদি খেয়ে জীবন ধারণ করেছি ✯ একজন লোক প্রতি বছর উলের একটি জুব্বা পরার জন্য আনতো, তা আমি পরতাম ✯ আমি দুনিয়ার ভালবাসা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য বহু সাধনা করেছি ✯ আমি লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকতাম ✯ আমার নীরবতার কারণে মানুষ আমাকে বোবা, মূর্খ ও পাগল বলতো ✯ আমি কাঁটার উপর খালি পায়ে হাঁটতাম ✯ ভয়ঙ্কর গুহা ও ভয়ানক উপত্যকায় নির্দ্বিধায় ঢুকে যেতাম ✯ দুনিয়া সজ্জিত হয়ে আমার সামনে প্রকাশিত

হলো, কিন্তু اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি তার দিকে মনযোগ দেইনি ✯ আমার নফস মাঝে মাঝে আমার সামনে মিনতি করতো যে, আপনার যা মর্জি তাই হবে, তাই করবো। আর মাঝে মাঝে আমার সাথে ঝগড়া করতো ✯ আল্লাহ পাক আমাকে এই নফসের উপর বিজয় দান করতেন ✯ আমি অনেকদিন মাদায়িনের মরু প্রান্তরে ছিলাম এবং নিজের নফসকে মুজাহাদায় (অর্থাৎ কঠোর সাধনায়) নিয়োজিত রাখতাম ✯ এক বছর পতিত বস্তু আহার করতাম, কোনো পানি পান করতাম না, পরের এক বছর শুধুমাত্র পানি দিয়ে জীবন ধারণ করতাম, অন্য কোনো খাবার আহার করতাম না ✯ আমার উপর বহু কঠিন বিপদ আসতো ✯ একবার প্রচণ্ড শীতের রাতে আমাকে এভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে যে, যতবার ঘুমে চোখ বন্ধ হয়, ততবার আমার গোসল ফরয হয়ে যায়। আমি প্রতিবারেই সাথে সাথে নদীতে এসে গোসল করি। এভাবে আমি সে রাতে ৪০ বার গোসল করেছি। **(বাহজাতুল আসরার, পৃষ্ঠা: ১৬৫)**

হে আশিকানে রাসূল! আপনারা দেখতে পেলেন যে, আমাদের গাউসুল আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আপন রবের নৈকট্য অর্জন, আপন নানাজান, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সন্তুষ্টি, নফস ও শয়তানকে কাবু করা, দুনিয়ার ভালবাসা ত্যাগ করা, গুনাহের রোগ থেকে নিজেকে রক্ষা করা, খোদার সৃষ্টিকে সরল পথে আনা, মুবাল্লিগ হওয়ার মর্যাদা অর্জন করা, দুনিয়ায় নেকীর দাওয়াতের প্রসার ঘটানো এবং অসংখ্য অমুসলিমকে ইসলামের ছায়াতলে আনার জন্য বছরের পর বছর কঠোর পরিশ্রম ও সাধনা করে গেছেন। আমাদের পক্ষে হয়তো হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ন্যায় মুজাহাদা করা সম্ভবপর হবে না। কিন্তু মনে সাহস রেখে সামান্য প্রচেষ্টা তো চালাতে পারি ।

আউলিয়ায়ে কেরামের শান ও কারামত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা হাদীসে কুদসী শুনলাম। আল্লাহ পাক এই হাদীসে কুদসীতে ইরশাদ করেন: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ আমি তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শোনে। অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে সবার কান দেখতে একই। কিন্তু পার্থক্য হলো আল্লাহর ওলীর কানে খোদায়ী (অর্থাৎ আল্লাহ পাকের প্রদত্ত বিশেষ) ক্ষমতা বিদ্যমান থাকে। তারা আমাদের মতো বায়ুতরঙ্গের সাহায্যে নয় বরং খোদায়ী (অর্থাৎ আল্লাহ পাকের প্রদত্ত বিশেষ) ক্ষমতার সাহায্যে শোনে।

গাউসে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কান মুবারকের কারামত

তাফরীহুল খাতির এ উল্লেখ রয়েছে: হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সময়কালে তাঁর এক মহিলা মুরীদ ছিলো। একবার ঐ মহিলা নিজের কোনো প্রয়োজনে পাহাড়ের গুহার দিকে গেলো। সেখানে এক পাপাচারী সেই মহিলাকে ধরে ফেললো। তখন সেই নেককার মহিলা চিৎকার করে বলতে লাগলো: اَلْغِيَاثُ يَا غَوْثَ اَعْظَم! اَلْغِيَاثُ يَا غَوْثَ الثَّقَلَيْن! اَلْغِيَاثُ يَا شَيْخ مُحْيُ الدِين! اَلْغِيَاثُ يَا سَيِّدِىْ عبدَ القَادِر অর্থাৎ হে গাউসে আযম! আমাকে সাহায্য করুন। হে মানব ও জ্বিনের সাহায্যকারী! আমাকে সাহায্য করুন। হে শায়খ মুহিউদ্দীন! আমাকে সাহায্য করুন। হে আমার সর্দার আব্দুল কাদের! আমাকে সাহায্য করুন।

হুযুর গাউসে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তখন তাঁর মাদরাসায় ওযু করছিলেন। এতো দূরে থেকেও তিনি ঐ মহিলার ফরিয়াদ শুনতে পেলেন। আর তাকে এভাবে সাহায্য করলেন যে, নিজের জুতা গুহার দিকে নিক্ষেপ

করলেন। আল্লাহর কুদরতে তাঁর মুবারক জুতা গুহা পর্যন্ত পৌঁছলো। গিয়ে ঐ পাপাচারীর মাথার উপর পড়লো, যার ফলে সে সেখানেই মৃত্যুবরণ করলো। **(তাফরীহুল খাতির, পৃষ্ঠা: ৪৫)**

سُبْحٰنَ اللّٰه! এই হলো আউলিয়া কেরামের শান! কান তো তাঁদেরও আছে কিন্তু তাঁরা আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতাবলে শোনেন ।যেমন কাছেরটা শোনেন, তেমন দূরেরটাও শোনেন।

আউলিয়ায়ে কেরামের চোখের মহিমা

হাদীসে কুদসীতে আরো ইরশাদ হয়েছে: وَ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ আমি তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে।

অর্থাৎ আমাদের যেমন চোখ আছে আল্লাহর ওলীদেরও চোখ আছে। কিন্তু এই চোখের মহিমা অনন্য । ওলীদের চোখ আছে ঠিক, কিন্তু তাঁরা আমাদের মতো চোখ দিয়ে নয় বরং খোদায়ী (অর্থাৎ আল্লাহ পাকের প্রদত্ত বিশেষ) ক্ষমতা দিয়ে দেখেন। সুতরাং তাঁরা এমন জিনিস দেখেন যা আমরা দেখি না। তাঁদের চোখের সামনে কোনো দেয়াল, আড়াল বরং বছরের দূরত্বও প্রতিবন্ধক হয়না, তাঁরা দূরে ও কাছে সমান দেখেন।

গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর চোখ মুবারকের কারামত

বাহজাতুল আসরার এ উল্লেখ রয়েছে: হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কাছে শায়খ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ হারবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নামে একজন খাদিম ছিলো। তিনি খাটো ছিলেন কিন্তু হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁকে ‘মুহাম্মদ ত্বওয়ীল’ (লম্বা মুহাম্মদ) বলে ডাকতেন। শায়খ

মুহাম্মদ হারবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একদিন আমি আরয করলাম: হুযুর! আমার উচ্চতা তো সাধারণ মানুষের তুলনায় খাটো। আপনি আমাকে 'মুহাম্মদ ত্বওয়ীল' (লম্বা মুহাম্মদ) বলে কেন ডাকেন? তিনি বললেন, এই কারণে যে, তুমি ত্বওয়ীলুল উমর হবে (অর্থাৎ লম্বা হায়াত পাবে) এবং তুমি ত্বওয়ীলুল আসফার হবে (জীবনে লম্বা সফর করবে)।

বর্ণনাকারী বলেন: বাস্তবে তাই ঘটলো। শায়খ মুহাম্মদ হারবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ১৩৭ বছর হায়াত পেয়েছিলেন এবং তিনি অনেক লম্বা ও বড় সফর করেছেন। এমনকি কোহে-ক্বাফেও তিনি গিয়েছেন।

(বাহজাতুল আসরার, পৃষ্ঠা: ১১৩-১১৪)

سُبْحٰنَ الله! এই হলো গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দৃষ্টির মহিমা! শায়খ মুহাম্মদ হারবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর হায়াত কত দীর্ঘ হবে, জীবনে কোথায় কোথায় যাবেন, কত দীর্ঘ সফর করবেন: গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর চোখ হতে কিছুই গোপন নয় , তিনি সবকিছু দেখতে পান।

আউলিয়ায়ে কেরামের হাতের মহিমা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক হাদীসে কুদসীতে আরো বলেন: وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا আমি তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে। অর্থাৎ আল্লাহর ওলীদের হাত দেখতে আমাদের মতোই। তাঁদেরও ৫টি আঙ্গুল, একটি তালু থাকে। কিন্তু এর শক্তি রক্ত ও মাংসে নয় বরং তা খোদায়ী (অর্থাৎ আল্লাহ পাকের প্রদত্ত বিশেষ) শক্তিতে কাজ করে ।

গাউসে পাকের হাত মুবারকের ২টি কারামত

(১) শায়খ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খুব বিখ্যাত ঘটনা। তিনি বলেন: আমি ইলমে কালামের কিতাব বেশি পড়তাম। একদিন আমার মামা আমাকে গাউসে পাকের দরবারে নিয়ে উপস্থিত হলেন। গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমার বুকে হাত রাখলেন। আমি এই পর্যন্ত ইলমে কালামের যত কিতাব পড়েছি, গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর হাত রাখার সাথে সাথে সব ভুলে গেলাম। তারপর সাথে সাথে ইলমে লাদুন্নীতে (অর্থাৎ বিশেষ খোদায়ী জ্ঞান) আমার বক্ষ পরিপূর্ণ হয়ে গেলো। **(বাহজাতুল আসরার, পৃষ্ঠা: ৭০)** (২) শায়খ মুহাম্মদ মাহাল্লী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর যিয়ারতের জন্য মিশর থেকে বাগদাদে উপস্থিত হলাম। কয়েকদিন অবস্থানের পর ফিরে যাচ্ছিলাম, তখন হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের আঙুল মুবারক আমার মুখে পুরে দিয়ে বললেন: এটি বারবার চোষো। আমি তাই করলাম। এর বরকতে বাগদাদ থেকে মিশর পর্যন্ত পুরো পথে আমার একেবারেই ক্ষুধা অনুভূত হয়নি।

(তাফরীহুল খাতির, পৃষ্ঠা: ৬৬)

আউলিয়ায়ে কেরামের কদমের শান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক হাদীসে কুদসীতে আরো ইরশাদ করেন: وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا আমি তার পা হয়ে যাই, যা দিয়ে সে হাঁটে। এ হলো আল্লাহর ওলীদের শান। আউলিয়ায়ে কেরামের পা'ও অনন্য। বাহ্যিভাবে দেখতে আমাদের পায়ের মতো হলেও এতে খোদায়ী (অর্থাৎ আল্লাহ পাকের প্রদত্ত বিশেষ) ক্ষমতা বিদ্যমান থাকে। তখন তাঁরা চামড়া মাংসের পা দিয়ে নয় বরং খোদায়ী (অর্থাৎ আল্লাহ পাকের প্রদত্ত বিশেষ) ক্ষমতা দিয়ে চলাফেরা করেন।

গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর কদম মুবারকের কারামত

শায়খ আবুল হাসান বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন, আমি সারা রাত জেগে থাকতাম, যাতে যেকোনো সময় হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর খেদমত করতে পারি। এক রাতে আমি দেখলাম যে, হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ঘর থেকে বাইরে তাশরীফ এনেছেন, আমি পানির পাত্র আনলাম। তিনি সেদিকে মনযোগ না দিয়ে দরজার দিকে গেলেন। দরজা আপনা-আপনি খুলে গেলো। তিনি হাঁটতে লাগলেন, আমিও পেছনে পেছনে চললাম। গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বাগদাদ শহরের বাইরে চলে গেলেন। কিছু দূর চলার পর হঠাৎ একটি শহর দেখা গেলো, আমি সেই শহর আগে কখনো দেখিনি।

গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এই শহরে প্রবেশ করলেন এবং একটি বাড়িতে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। সেখানে ৬ জন লোক বসা ছিলো। তারা দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্মান এবং সালাম জানালো। ঐ বাড়ির এক কোনা থেকে কান্না এবং আর্তনাদ ভেসে আসছিলো। কিছুক্ষণ পর সেই আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেলো। এর মধ্যে এক লোক এসে সেই বাড়ির কোনায় গিয়ে একজন মুর্দাকে কাঁধে নিয়ে বাইরে চলে গেলো। তারপর এক লোককে হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর খেদমতে হাজির করা হলো। তার বড় বড় গোঁফ ছিলো, তাকে দেখে অমুসলিম মনে হচ্ছিলো। হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সেই লোককে কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করিয়ে মুসলমান বানালেন। তারপর তার চুল ও গোঁফ কাটালেন, টুপি পরালেন এবং তার নাম মুহাম্মদ রাখলেন। তারপর বাকি যে ৬ জন লোক যারা আগে থেকেই সেখানে উপস্থিত ছিলো, তাদেরকে বললেন: আমি সেই সপ্তম জনের জায়গায় একে নিয়োগ করলাম।

একথা বলে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বাইরে তাশরীফ আনলেন, তারপর কয়েক কদম হেঁটে বাগাদাদ পৌঁছে গেলেন। আমিও পেছনে পেছনে ছিলাম। হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর ঘরে তাশরীফ নিয়ে গেলেন আর আমি মাদরাসায় চলে গেলাম।

আমি অবাক হলাম, এটা কী রকম ঘটনা? কই সেই শহর? কার সেই লাশ? কাকে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কালিমা পাঠ করালেন? সেই চিন্তায় রাত কেটে গেলো।

সকালে আমি হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সামনে পড়তে বসলাম, ভয়ে মুখ খুলতে পারছিলাম না। হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: বাবা! পড়ছো না কেন? আমি আরয করলাম। হুযুর! রাতের ঘটনা আসলে কী ছিলো? আমাকে দয়া করে এই বিষয়ে অবহিত করুন। হুযুর গাউসে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: তা ছিলো (ইরানের একটি শহর) নেহাওয়ান্দ। সেই ৬ জন ছিলো যুগের আবদাল। যার আর্তনাদ তুমি শুনছিলে, সে ছিলো সপ্তম আবদাল। তখন তার অন্তিম মুহূর্ত চলছিলো, তারপর তার ইন্তিকাল হয়ে গেলো।

যাকে আমি কলেমা শরীফ পড়িয়ে মুসলমান বানিয়েছি, সে ছিলো কুস্তনতুনিয়ার (ইস্তাম্বুল) অধিবাসী এক অমুসলিম। আমি তাকে মুসলমান বানিয়ে সপ্তম আবিদের জায়গায় নিযুক্ত করে দিলাম। তারপর বললেন, হে আবুল হাসান। যতক্ষণ আমি বেঁচে থাকবো এই ঘটনা কাউকে বলবে না। **(বাহজাতুল আসরার, পৃষ্ঠা: ১৩৮)**

আউলিয়ায়ে কেরামের দোয়ার মহিমা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক যে হাদীসে কুদসীতে আউলিয়ায়ে কেরামের শান বর্ণনা করেছেন তার শেষে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: وَاِنْ سَاَلَنِي لَاُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَاُعِيذَنَّهُ এবং যদি তারা আমর কাছে প্রার্থনা করে, আমি তাদের দিই। যদি তারা আমার আশ্রয় চায়, আমি তাদের আশ্রয় দিই। জানা গেলো যে, আউলিয়ায়ে কেরামের দরবারের শান হলো যে, তারা আল্লাহর কাছে দোয়া করলে আল্লাহ পাক তাদের দোয়া ফিরিয়ে দেন না বরং কবুল করেন।

গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দোয়ার মহিমা

শায়খ আবু মুযাফফর ইসমাঈল বনী আলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমার বাগানে ২টি খেজুরের গাছ ছিলো। সেগুলো একেবারে শুকিয়ে গিয়েছিলো, ৪ বছর ধরে ফল ধরছিলো না। আমি কেটে ফেলার চিন্তা করছিলাম। তারপর হলো কী? আমার কপাল খুলে গেলো। হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমার বাগানে তাশরীফ আনলেন। তিনি একটি খেজুরের গাছের নিচে ওযু করলেন, অপরটির নিচে নামায পড়লেন। তারপর আমার জন্য দোয়া করলেন: আল্লাহ পাক তোমার জমিন, দিরহাম, পাল্লা এবং গৃহপালিত পশুতে বরকত দান করুক। তাঁর দোয়ার এই বরকতে ✯ সেই বছর আমার আয় পূর্বের চেয়ে কয়েক গুণ বেড়ে গেলো ✯ এক দিরহাম খরচ করলে কয়েক গুণ মুনাফা হতো ✯ গমের ১০০ বস্তা সংগ্রহ করে তা থেকে ৫০ বস্তা সদকা করে দিলাম। অবশিষ্টগুলো ব্যবহার করতে থাকলাম। পরে গুনে দেখলাম আগের মতো ১০০ বস্তাই মজুদ আছে ✯ একইভাবে আমার গৃহপালিত পশু এতো বেড়ে গেলো যে, তা গুনে

শেষ করা যেতো না এবং তাঁর দোয়ার এই বরকত বছরের পর বছর আমার জন্য জারি ছিলো। **(বাহজাতুল আসরার, পৃষ্ঠা: ৯১)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, এটাই হলো আমাদের পীরানে পীর, পীর দস্তগীর, হুযুর গাউসে আযম, বড় পীর শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর অনন্য মহিমা! আমরা এতক্ষণ হাদীসে কুদসীর আলোকে তাঁর শান, মহত্ব এবং কারামতের বয়ান শুনলাম। এবার আসুন! সব শেষে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর প্রিয় এবং খাঁটি মুরীদের একটি গুণ মনোযোগ দিয়ে শুনি;

গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খাঁটি মুরীদ কে?

হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন:

رِجَالِي فِي هَوَاجِرِهِمْ صِيَام وَفِي ظُلَمِ اللَّيَالِي كَاللَّآلِي

অর্থাৎ আমার খাঁটি মুরীদ হলো সেই, যে দুপুরের প্রচন্ড গরমে রোযা রাখে। আমার মুরীদ রাতের অন্ধকারে আলোর প্রদীপস্বরূপ।

هَوَاجِر: দুপুরের প্রচন্ড গরমকে বলা হয়। অর্থাৎ হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলছেন: আমার সত্যিকার মুরীদ হলো সেই, যে দুপুরের প্রচন্ড গরমে রোযা রাখে, এ কথার উদ্দেশ্য কি? এর উদ্দেশ্য হলো; যখন গুনাহের তীব্রতা বেড়ে যায়, শয়তান গুনাহের দিকে আহ্বান করে; তখন মানুষ নফসে আম্মারার কামনার ফাঁদে পড়ে যায়। আমার মুরীদ এমন পরিস্থিতিতেও নফসের কামনা পূরণ করা থেকে বিরত থাকে। গুনাহের দিকে অগ্রসর হয় না। গুনাহের সুযোগ যতই থাকুক এর দিকে ফিরেও

তাকায় না। শয়তানের সাথে যুদ্ধ করে তাকে পরাজিত করে। নফসের কামনাকে পরাস্ত করে শরীয়ত ও সুন্নাতের পথে জীবনযাপন করে আর

وَفِي ظُلَمِ اللَّيَالِي كَاللَّآلِي

অর্থাৎ আমার মুরীদ রাতের অন্ধকারে আলোকিত প্রদীপস্বরূপ। যখন সমাজে গুনাহের অন্ধকার বেড়ে যায়। অনৈতিকতা, নিলর্জ্জতা, অশ্লীলতা, অত্যাচার, নিপীড়ন এবং অবাধ্যতার অন্ধকার ছেয়ে যায়। তখন আমার মুরীদ হেদায়েতের প্রদীপ হয়ে প্রজ্জ্বলিত হয়। মুবাল্লিগ হয়ে নেকীর দাওয়াতের প্রসার ঘটিয়ে সমাজের অন্ধকারকে আলোয় পরিণত করে ।

سُبْحٰنَ اللہ! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আমরাও গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুরীদ। আমাদের উচিত যে, আমরাও যেন তাঁর সত্যিকার, খাঁটি মুরীদ হয়ে যাই ✯ নিজেও নেককার হই, অপরকেও নেকীর দাওয়াত দিই ✯ নিজেও নফসের কামনা থেকে বিরত থাকি, অপরকেও নফস ও শয়তানের ফাঁদ থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করি ✯ নিজেও গুনাহ থেকে বিরত থাকি আর অপরকেও গুনাহের চোরাবালি থেকে বের করে আনি ✯ নিজেও চরিত্রবান হই এবং সমাজেও সৎচরিত্রতার আলো ছড়িয়ে দিই। আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুক।

اٰمین بِجاہِ خاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد